চেতনায়, অহংকারে-

একুশের বইমেলা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৬

একুশ বাঙালীর প্রজ্জ্বলিত অর্নিবাণ। শহীদ মিনার হলো বাঙালীকে একত্রীকরনের নির্ভীক স্মারক। আমরা যতোবারই বিচ্যুত হয়েছি অপশক্তির আঘাতে ততোবারই আমরা ফিরে দাঁড়িয়েছি একুশের অখন্ড চেতনার আহ্বানে। দ্বিগুন, বহুগুনে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরাভূত করেছি হায়েনার অশুভ থাবা। এ আমাদের অর্জিত সাহস। স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে আজ সে শহীদ মিনার স্থান পেয়েছে সিডনীর কঠিন মৃত্তিকায়। ঘন সবুজে নিমজ্জিত এ্যাশফিল্ড পার্কের শহীদ মিনারকে ঘিরেই একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া এবারো অয়োজন করেছে একুশের বইমেলা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬।

সকাল সাড়ে ন'টায় বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই মিজানুর রহমান তরুনের নেতৃত্বে শুরু হয় প্রভাতফেরী। সংগঠনের সকল সদস্য, শিশুকিশোরসহ এ আবেগময় প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহন করে বিভিন্ন সংঠনের নেতা কর্মী ও সর্ব সাধারণ। একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া পার্টনার এন টিভির প্রতিনিধি রাশেদ শ্রাবন ও অন্যান্য মিডিয়ার প্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 'আমার ভাইয়ে রক্তে রাঙানো' গানটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই যেন সবাই জেগে ওঠে নব উদ্দীপনায়। চারপাশের পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। প্রভাতফেরী সমাপনের পর একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডঃ আব্দুল ওয়াহাব দিনব্যাপী বইমেলা ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। সাংস্কৃকিত সম্পাদক খোদেজা জাহান শ্যামলীর তত্ত্বাবধানে একুশের শিল্পীরা একুশে মঞ্চের সামনে পরিবেশন করেন একুশের গান।

বাংলাভাষা প্রসার কমিটির পক্ষে মূলমঞ্চে বক্তব্য রাখেন ডঃ স্বপন পাল ও ডঃ মাকসুদুল বারী। পরবর্ত্তীতে ক্রমান্বয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে রোকসানা আনিসের নেতৃত্বে 'কিশলয়', সুমিতা দে'র নেতৃত্বে একুশের 'ফুলকলি', ল্যাকাম্বা বাংলা স্কুল, অমিয়া মতিনের নেতৃত্বে একুশের 'কিশলয়' এবং নিমন্ত্রিত ভুটানিজ শিশুরা। শিশুদের সকল পরিবেশনাই ছিলো সত্যিই হৃদয়স্পর্শী।

একুশে একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক লরেন্স ব্যারেল'র সঞ্চালনে মধ্যাহ্নের পর্বে ছিলো নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য। বক্তব্য শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যৌথভাবে মান্যবর কনস্যুলেট জেনারেল মিঃ এ্যান্থনী কোরি ও সভাপতি ডঃ আব্দুল ওয়াহাব এবং সঙ্গীতে নির্দেশনা দেন অমিয়া মতিন। অস্ট্রেলিয়ান পতাকা উত্তোলন করেন যৌথভাবে মান্যবর ফেডারেল এমপি মিঃ এ্যান্থনী এ্যালবেনেসি ও মান্যবর ফেডারেল এমপি মিঃ টনি বার্ক এবং সঙ্গীতে নির্দেশনা দেন আইভান বড়ুয়া। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মঞ্চে সাদর বক্তব্য রাখেন, মান্যবর ফেডারেল এমপি মিঃ এ্যান্থনী এ্যালবেনেসি, মান্যবর ফেডারেল এমপি মিঃ টনি বার্ক, মান্যবর ফেডারেল এমপি মিসেস জুলিয়ান ওয়েনস্, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মান্যবর কনস্যুলেট জেনারেল এ্যান্থনী কোরি, মান্যবর স্টেট এমপি মিঃ জিহাদ ডিপ, এ্যাশফিল্ড কাউন্সিল মেয়র মিসেস লুসী ম্যাককিনা, ক্যান্টাবেরী মেয়র মিঃ ব্রায়ান রবসন, স্ট্যাথফিল্ড সিটি কাউন্সিলর মিঃ রাজ দত্ত,

ক্যান্টাবেরী সিটি কাউন্সিলর মিঃ মাইকেল হাওয়ার্ড, প্যারামাটা সিটি কাউন্সিলর ডঃ শাহাদাত চৌধুরী, আল নোমান শামীম এবং একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডঃ আব্দুল ওয়াহাব। সন্মানিত বক্তাদের আলোচনার মাঝ দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দিবসের গুরুত্ব, একুশে একাডেমীর সুদীর্ঘ আঠারো বছরের কর্মততপরতা এবং অনাগত সময়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত সে বিষয়গুলো ফুটে ওঠে।

এ্যাশফিল্ড সিটি কাউন্সিল মেয়র মিসেস লুসী ম্যাককিনা এবছর যাঁরা একুশে একাডেমী পক্ষে রক্তদান করেন তাদেরকে ফুল দিয়ে সন্মান প্রদান করেন এবং অভিনন্দন জানান। রক্তদানকারীরা হলেন, মিঃ আব্দুল মতিন, মিঃ ফিরোজ আলী, মিঃ ইমতিয়াজুল হক, মিঃ ফকরুল ইসলাম, মিঃ অজয় পাল এবং মিঃ নেহাল নিয়ামুল বারী। মান্যবর ফেডারেল এম পি মিসেস জুলিয়ান ওয়েনস্ বাঙালী কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মিডিয়ার ক্ষেত্রে আবু রেজা আরেফিন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ডঃ রোনাল্ড পাত্রকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান । আবু রেজা আরেফিন ও ডঃ রোনাল্ড পাত্র তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে একুশে একাডেমীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং একটি লাইব্রেরী গঠনের অনুরোধ করেন।

এ বছর একুশের মঞ্চে সিডনীস্থ তিনজন লেখকের মোট পাঁচটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে। সংগঠক ও সুলেখক ডঃ কাইউম পারভেজ প্রথমে যাদুশিল্পীখ্যাত আব্দুল জলিল'র প্রথম কাব্য 'গাঁও গেরামের গল্প' ডঃ শাফিন রাশেদ'র নবম গ্রন্থ 'মেঘের দুপুর' এবং আবু সাঈদ'র তিনটি গ্রন্থ- 'শ্রাবন মেঘের রাতে', 'বিশ্ব মায়ের আঁচল' ও 'জোছনা রাতের বৃন্দাবন' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন এবং সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

একুশে একাডেমীর নিজস্ব শিল্পীদের 'অভিযাত্রী'র পরিবেশনায় গান ও বৃন্দ আবৃতি ছিলো চমতকার। সুদুর ক্যানবেরা থেকে আগত 'স্পন্দন' শিল্পীগোষ্ঠির জাগরণের গান দর্শক প্রসংশিত হয়েছে। পরে লরেন্স ব্যারেল'র রচনা ও নির্দেশনায় দ্বিতীয়বারের মতো মঞ্চায়িত হয় 'গম্ভীরা'। সমসাময়িক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে রচিত এ গম্ভীরায় নানা-নাতির ঠাট্টা, টিপ্পনী ও স্বদেশ প্রেমের মিশ্রিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নানা'র ভূমিকায় ছিলেন- নির্মল চক্রবর্তী ও নাতি- এডওয়ার্ড অধিকারী। গানে ছিলেন- অমিয়া মতিন, পিয়াসা বড়ুয়া, সুলতানা নূর, রথীন ঢালী ও শুভ, বাঁশীতে- রনি ম্যান্ডেজ এবং তবলায়- জন্মেজয় রয়। গম্ভীরার পরেই একুশে শিল্পীদের নৃত্যাংশে অংশগ্রহন করেন- অর্পিতা, ত্রপা, ঋতুপর্ণা ও তামান্না এবং একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন- অমিয়া মতিন, অভিজিৎ বড়ুয়া, পিয়াসা বড়ুয়া, সুমিতা দে, মালা ঘটক, মিঠু । একুশের 'কিশলয়' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা অবিষ্কার' কবিতাটি মঞ্চস্থ করে নির্মল চক্রবর্তী'র নির্দেশনায়। শিশুদের অভিনয় ছিলো অনবদ্য, প্রাণময় এবং উপভোগ্য- যা সত্যিই প্রসংশার দাবীদার। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তবলায় ছিলেন- জন্মেজয় রয় ও সাকিনা, গিটারে- টিম এবং মন্দিরায়- লোকমান হাকিম।

শিশুদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগীতার পর্বটি পরিচালনা করেন পটুয়া ও লেখক আশীষ বাবলু। তিনি বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরবর্তীতে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় ডঃ স্বপন পালের তত্বাবধানে । এ সময় আর টিভির পরিচালক সৈয়দ আসিক রহমান মেলায় উপস্থিত থাকায়

তিনি ও ডঃ আব্দুল ওয়াহাব বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে অমূল্য বই তুলে দেন। এবারের বইমেলায় দর্শকের উপস্থিতি ছিলো আশাতীত। উপচে পড়া মানুষের ভীড়ে এ্যাশফিল্ড পার্ক হয়ে উঠেছিলো বাংলার পরিচিত আঙিনা। পরিনত হয়েছে সন্মিলনের কাংখিত মোহনায়, ভালোবাসার মিলন মেলায়।

সহ সভাপতি ডঃ স্বপন পাল আগামী বছরের একুশে বইমেলার তারিখ ঘোষনা করেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ২০১৭, এ্যাশফিল্ড পার্ক। সভাপতি ডঃ আব্দুল ওয়াহাব বিকেল ছ'টায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যস্তময় দিনটির পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেন।